১০ নভেম্বর ২০১২

‘ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাশে হবিগঞ্জের মাধবপুরে সোনাই নদীর মধ্যখানে বহুতল ভবন নির্মাণের প্রতিবাদে’’

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র উদ্যোগে ১০ নভেম্বর ২০১২, শনিবার, সকাল ১১.০০ টায় পুরানা পল্টনস্থ মুক্তি ভবন মিলনায়তনে ‘‘ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাশে হবিগঞ্জের মাধবপুরে সোনাই নদীর মধ্যখানে বহুতল ভবন নির্মাণের প্রতিবাদে’’ এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য রাখেন বাপা’র যুগ্মসম্পাদক জনাব শরীফ জামিল। বক্তব্য রাখেন বাপা’র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, বাপা’র নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক এ.এম মুয়াজ্জেম হুসাইন, বাপা’র যুগ্মসম্পাদক মিহির বিশ্বাস, বাপা’র জাতীয় কমিটির সদস্য প্রকৌশলী ম.ইনামুল হক ও রুহিন হোসেন প্রিন্স।

জনাব শরীফ জামিল বলেন সরেজমিনে ও পত্রিকান্তরে স্পষ্ট দেখা গেছে, নদীর মধ্যখানে সাইনবোর্ড বসিয়ে সোনাই নদীর একাংশ ভরাট করে ফিউচার পার্ক নির্মিত হচ্ছে। যা অবশ্যই নদীর প্রবাহকে বাধাগ্রস্থ করছে বলে সহজে দৃশ্যমান। তাছাড়া ঢাকা সিলেট মহাসড়কের উপর সেতু এবং পাশ্ববর্তী সরকারী স্থাপনার অবস্থান নদীর মধ্যখানে হঠাৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা থাকার যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তিনি বলেন, পয়স্তি ও সিকস্তী আইন অনুয়ায়ী কারো ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে পরবর্তীতে যদি আবার তা ভূমিতে রূপান্তরিত হয় তাহলেও তাতে আর ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ভাবেই নদী দখল বা ভরাট করতে পারে না এবং দৃশ্যত অবস্থানে সায়হাম অথবা অন্যকোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গার অস্তিত্ব গ্রহনযোগ্য নয়। এটা জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০ এরও সুস্পষ্ট লংঘন।

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অনেকেই যখন নদী সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তখন সোনাই নদীর মধ্যখানে এরকম একটি অনাকাঙ্খিত অন্যায় উদ্যোগে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ও ভূমি দস্যুদের কারণে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতি আজ মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। তিনি সোনাই নদীসহ সারাদেশের নদীসমূহ দখলমুক্ত ও সংরক্ষণের জন্য সচেতন নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অন্যান্য বক্তাগন বলেন, নদী প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টিকারী এধরণের অনাকাঙ্খিত স্থাপনা নির্মান হলে ভাটি এলাকার মানুষ শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে চাষ-বাস করতে পারবে না। এর ফলে পানির স্তর ধীরে ধীরে নিচে নেমে গিয়ে বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। জলাধার সংরক্ষন আইন লংঘনকারীদের শাস্তির দাবী জানিয়ে বক্তাগন বলেন প্রয়োজনে গনতদন্ত কমিটি গঠন করে এর সাথে জড়িতদের খবর দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। বক্তাগন সোনাই নদী রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সংবাদ সম্মেলন থেকে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়ঃ

১. অবিলম্বে সোনাই নদীর মধ্যখানে বহুতল ভবন নির্মাণ পক্রিয়া বন্ধ করে নদীকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।
২. সোনাই নদীসহ হবিগঞ্জে সকল নদীকে দখলমুক্ত ও দূষণমুক্ত করতে হবে।
৩. নদী দখলকারী ও দখলে সহযোগিতাকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।
৪. নদীর প্রকৃত সীমানা চিহ্নিত করতে হবে।

ধন্যবাদসহ-
ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, সাধারণ সম্পাদক, বাপা